তথ্যবিবরণী                                                                                       নম্বর : ১৪৮৪

**সকলের অংশগ্রহণে বৈশাখী মেলা একটি সার্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে**

 **--শিল্পমন্ত্রী**

ঢাকা, ১ বৈশাখ (১৪ এপ্রিল) :

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেছেন, নতুন বছরে মানুষের আনন্দ অনুভূতির প্রকাশ ঘটে বৈশাখী মেলার মাধ্যমে। এ মেলা উপলক্ষ্যে মানুষের মাঝে প্রাণচাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যায়। নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য, নানা জাতের কুটির শিল্প, কারুশিল্প, খেলনাসহ হরেক রকমের পণ্যের সমাহার ঘটে এ মেলায়। এছাড়াও থাকে যাত্রা, পুতুলনাচ, নাগরদোলা, সার্কাসসহ বিনোদনমূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন। নতুনকে বরণ করার উদ্দেশ্যে জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও গোত্র নির্বিশেষে সকলের অংশগ্রহণে বৈশাখী মেলা একটি সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়। এতে মানুষের প্রগতিশীল চেতনা জাগ্রত হয়।

আজ রাজধানীর বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) এবং বাংলা একাডেমির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত বৈশাখী মেলা ১৪৩০ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী একথা বলেন।

বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক মুহম্মদ নূরুল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার, সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ, শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানা, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আবুল মনসুর। এছাড়া বক্তব্য রাখেন বিসিকের চেয়ারম্যান মুহঃ মাহবুবুর রহমান।

শিল্পমন্ত্রী বলেন, বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে বৈশাখী মেলার আয়োজনের একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। বাঙালি সংস্কৃতির লালন, বিকাশ ও সংরক্ষণে বাংলা একাডেমি শুরু থেকেই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। পহেলা বৈশাখে প্রতিহত করার জন্য কিছু ধর্মান্ধ গোষ্ঠী নানাভাবে অপচেষ্টা চালিয়ে বর্তমান সরকারের তৎপরতার কারণে ব্যর্থ হয়েছে মন্তব্য করে শিল্প মন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন পহেলা বৈশাখের দু'টি প্রেক্ষাপট অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য তুলে ধরেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার বলেন, বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান বিসিক উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়া এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০৪১ সালে শিল্পসমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি। কাজেই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর হাতকে শক্তিশালী করার কোন বিকল্প নাই। আমি উদ্যোক্তাদের সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে সকল সরকারি সংস্থাসমূহের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাই।

এবারের বৈশাখী মেলায় একই সাথে থাকছে আকর্ষণীয় ডিজাইন ও সুলভ মূল্যের বিভিন্ন স্বদেশী পণ্য। জামদানি, পোশাক, ডিজাইন ও ফ্যাশনওয়্যার, নকশি কাঁথা ও নকশি পণ্য, হস্ত ও কারুশিল্প পণ্য, পাটজাত পণ্য, চামড়াজাত পণ্য, বাঁশ ও বেতের পণ্য, মৃৎশিল্প পণ্য, শতরঞ্জি, শীতলপাটিসহ হরেক রকমের স্বদেশী পণ্যের সমাহার। এছাড়াও থাকছে মধু ও খাদ্যজাত পণ্য এবং শিশু কিশোরদের জন্য বিনোদন ব্যবস্থা। মেলা থেকে ক্রেতা সাধারণগণ কারুপণ্য, নকশিকাঁথা, পাটপণ্য, বুটিকস পণ্য, জুয়েলারি, লেদার গুডস, অর্গানিক ফুডস, ইলেকট্রনিকস পণ্য, মধুসহ নিত্য ব্যবহার্য বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী ক্রয় করতে পারবেন।

মেলা প্রতিদিন সকাল ১০ টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে এবং চলবে ২০ এপ্রিল পর্যন্ত।

#

মাহমুদুল/পাশা/সঞ্জীব/মোশারফ/রেজাউল/২০২৩/২১০৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১৪৮৩

**আগে চলচ্চিত্রে ভালো অভিনয় নিয়ে প্রতিযোগিতা হতো**

**এখন চেয়ার দখল নিয়ে প্রতিযোগিতা হয়**

 **- নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১ বৈশাখ (১৪ এপ্রিল):

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, চলচ্চিত্রে কে কত ভালো অভিনয় করতে পারে সেটি নিয়ে আগে চলচ্চিত্র অভিনেতাদের মধ‍্যে প্রতিযোগিতা হতো; এখন চেয়ার দখল নিয়ে প্রতিযোগিতা হয়। চলচ্চিত্রের আবেদন কমে যায়নি। দ্বন্দ্ব কমিয়ে চলচ্চিত্রকে এগিয়ে নিতে হবে। ভালো চলচ্চিত্র একটি সমাজ ও দেশকে পরিবর্তন করতে পারে। মহান মুক্তিযুদ্ধে চলচ্চিত্রের ভূমিকা রয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় জাতীয় প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতি (বাচসাস) এর প্রতিষ্ঠার ৫৫ বছর উদযাপন উপলক্ষ্যে ‘বাচসাস’ আয়োজিত আলোচনা সভা, বাংলা নববর্ষ উদযাপন ও ইফতার অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অন‍্যান‍্য সেক্টরের ন‍্যায় চলচ্চিত্র সেক্টরও ভালোভাবে এগিয়ে যাবে। বাচসাস'র পুরস্কার আগে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে চলচ্চিত্র সেক্টর আবার ঘুরে দাঁড়াবে। এ লক্ষ‍্যে প্রধানমন্ত্রী এফডিসিকে আধুনিকায়ন করেছেন। সরকারি প্রচেষ্টায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সিনেমা হল চালু হবে। সরকারি অনুদানে সিনেমা তৈরি হচ্ছে। দর্শকদের আগ্রহ আছে। চলচ্চিত্রসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দলাদলি থাকলে ভালো কিছু হবে না। দলাদলি কমাতে হবে।

বাচসাস এর সভাপতি রাজু আলীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব‍্য রাখেন জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শ‍্যামল দত্ত, বিএফইউজের সভাপতি ওমর ফারুক, বিএফইউজের সাবেক সভাপতি মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল, চলচ্চিত্র পরিচালক মুশফিকুর রহমান গুলজার এবং বাচসাস'র সাধারণ সম্পাদক রিমন মাহফুজ।

#

জাহাঙ্গীর/পাশা/সঞ্জীব/মোশারফ/শামীম/২০২৩/২০১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                       নম্বর : ১৪৮২

‍‍‍‍‍‍‍**সংস্কৃতির সঙ্গে ধর্মের কোনো বিরোধ নেই**

**--সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১ বৈশাখ (১৪ এপ্রিল) :

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, সংস্কৃতি ও ধর্ম স্বতন্ত্র বিষয়, একটির সঙ্গে অন্যটির কোনো বিরোধ নেই। আমরা প্রকৃতি থেকে সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করি, শিক্ষা নিই। অন্যদিকে, সৃষ্টিকর্তা প্রেরিত পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে আমরা ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করে থাকি। একটির সঙ্গে অন্যটির কোনো দ্বন্দ্ব নেই।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলা একাডেমির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত দশ দিনব্যাপী (১১-২০ এপ্রিল) ‘বৈশাখী মেলা ১৪৩০’ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক মুহম্মদ নূরুল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন। তিনি বলেন,  বৈশাখী মেলা বাংলা নববর্ষের সর্বজনীন অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে অন্যতম। নতুন বছরে মানুষের আনন্দ অনুভূতির প্রকাশ ঘটে বৈশাখী মেলার মাধ্যমে। এ মেলা উপলক্ষ্যে মানুষের মাঝে প্রাণচাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যায়। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য, নানা জাতের কুটির শিল্প, কারুশিল্প, খেলনাসহ হরেক রকমের পণ্যের সমাহার ঘটে এ মেলায়। এছাড়াও থাকে যাত্রা, পুতুলনাচ, নাগরদোলা, সার্কাসসহ বিনোদনমূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন। নতুনকে বরণ করার উদ্দেশ্যে জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও গোত্র নির্বিশেষে সকলের অংশগ্রহণে বৈশাখী মেলা একটি সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়। এতে মানুষের প্রগতিশীল চেতনা জাগ্রত হয়।

পহেলা বৈশাখকে প্রতিহত করার জন্য কিছু ধর্মান্ধ গোষ্ঠী নানাভাবে অপচেষ্টা চালিয়ে বর্তমান সরকারের তৎপরতার কারণে ব্যর্থ হয়েছে মন্তব্য করে শিল্প মন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন পহেলা বৈশাখের দু’টি প্রেক্ষাপট অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য তুলে ধরেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বলেন, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার অন্যতম অনুষঙ্গ হচ্ছে পহেলা বৈশাখ। সম্রাট আকবরের সময় কৃষি জমির খাজনা আদায়ের সুবিধার্থে বাংলা নববর্ষ চালু হয়। ধীরে ধীরে এটি সর্বজনীন রূপ লাভ করে। কে এম খালিদ বলেন, বিভিন্ন সময়ে কিছু ধর্মান্ধ ও সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী পহেলা বৈশাখের বিরোধিতা করেছিল। পাকিস্তান সরকারের আমলে একবার পহেলা বৈশাখ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। তিনি বলেন, সেই পাকিস্তানের প্রেতাত্মা একটি গোষ্ঠী আবারও পহেলা বৈশাখের পেছনে উঠেপড়ে লেগেছে। পহেলা বৈশাখের অন্যতম অনুষঙ্গ মঙ্গল শোভাযাত্রা যেটি ইতোমধ্যে ইউনেস্কো'র বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে, সেটিকে নিষিদ্ধকরণের জন্য একজন আইনজীবী হাইকোর্টে রিট করেছেন। আমি এর তীব্র নিন্দা জানাই।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে আরো বক্তব্য রাখেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার, শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব জাকিয়া সুলতানা ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আবুল মনসুর। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তৃতা করেন বিসিকের চেয়ারম্যান মুহঃ মাহবুবুর রহমান।

#

ফয়সল/পাশা/মোশারফ/রেজাউল/২০২৩/১৬৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                        নম্বর : ১৪৮১

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১ বৈশাখ (১৪ এপ্রিল) :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা থেকে আজ শুক্রবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৬ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার শূন্য দশমিক ৮৫ শতাংশ। এ সময় ৭০২ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৪৬ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ৫ হাজার ৫৮৩ জন।

#

সুলতানা/পাশা/রেজাউল/২০২৩/১৬০৫ ঘণ্টা